

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩

১৩ অক্টোবর ২০১৩ রবিবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

“প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব”



রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ঢাকা।

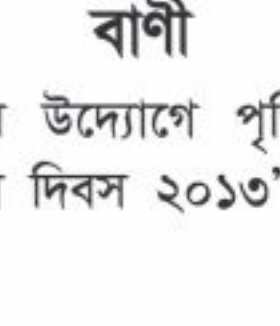
২৮ আশ্বিন ১৪২০

১৩ অক্টোবর ২০১৩



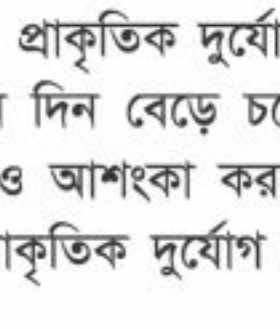
বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।



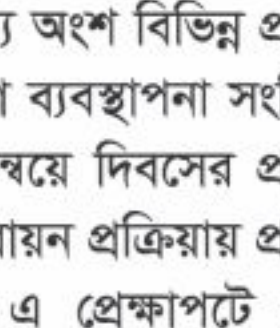
বাণী

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম প্রধান দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরণ ও মাত্রা পরিবর্তনের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মাত্রাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্পেরও আশংকা করছেন ভূমিকম্প বিশারদগণ। এ প্রেক্ষাপটে দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।



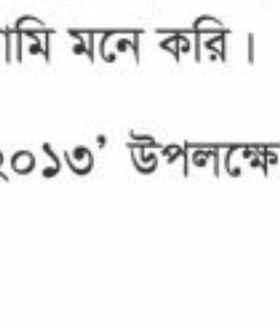
বাণী

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতার শিকার। আশা করি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, স্মীল সমাজের সমন্বয়ে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া দান কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করে দুর্যোগ সহনশীল সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকবে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘Living with Disability and Disasters’ বা “প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব” যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।



বাণী

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।



বাণী

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



মন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা

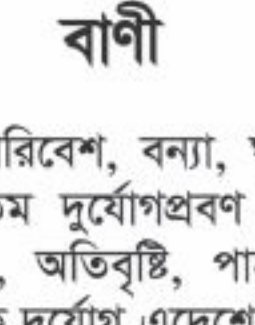
২৮ আশ্বিন ১৪২০

১৩ অক্টোবর ২০১৩



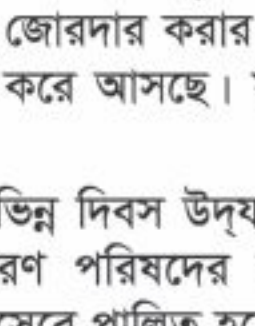
বাণী

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও এখন সম্ভাব্য ভূমিকম্প- এ সবই বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ ছাড়াও জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, খরা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, বজ্রপাত, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকাণ্ড, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের জনজীবনে প্রায় নিত্য দিনের ঘটনা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ সম্পর্কে সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করাসহ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে আসছে। ফলে দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।



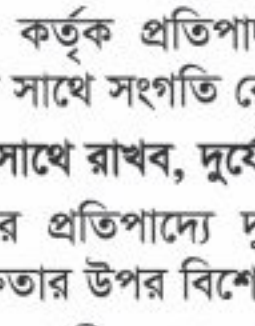
বাণী

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এ বছরও বিশ্বব্যাপী ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩’ পালন উপলক্ষে United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) কর্তৃক প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে “Living with Disability and Disasters”। এর সাথে সংগতি রেখে বাংলায় আমাদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে : “প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব”।



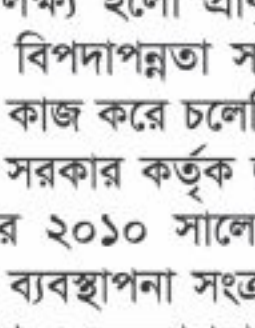
বাণী

এ বছর দুর্যোগ প্রশমন দিবসের প্রতিপাদ্যে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ততার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট আপদ হতে জনগণের, বিশেষত: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য মানবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে চলেছি। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক জারীকৃত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে সম্ভাব্য সকল দুর্যোগকে অন্তর্ভুক্তির পর ২০১০ সালে হালনাগাদ করে “Standing Orders on Disaster” জারী করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ জারী করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর কাঠামো গড়ে তোলার নিমিত্তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ নীতিমালায় ঝুঁকিহ্রাসকে অগ্রাধিকার প্রদান ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার তথ্য আদান প্রদান ও সহযোগিতা নিশ্চিতকল্পে SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমালায় খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এতেও প্রতিবন্ধীদের দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে জাতীয় ও মঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে তাদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়াও দুর্যোগ সাড়াদানের প্রস্তুতি ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমে নারী ও শিশুদের ন্যায় প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেয়া হলে এ বছরের প্রতিপাদ্য সার্থকতা পাবে।



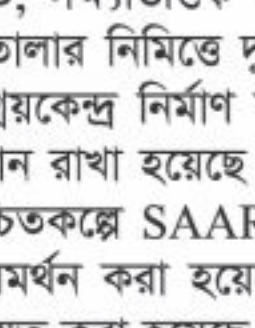
বাণী

সমাজের সকলের সাথে প্রতিবন্ধীদের সম্মিলিত অগ্রহণের মাধ্যমে আমরা দেশকে দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব ইশ্‌তাআল্লাহ।



বাণী

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩’ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।



বাণী

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক



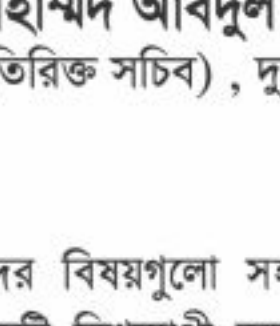
রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ঢাকা।

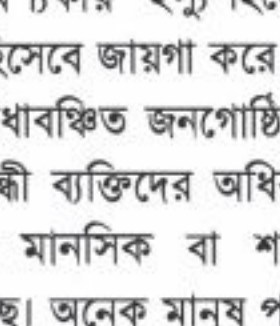
২৮ আশ্বিন ১৪২০

১৩ অক্টোবর ২০১৩



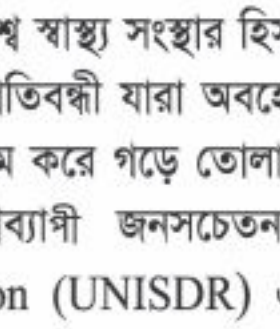
বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়



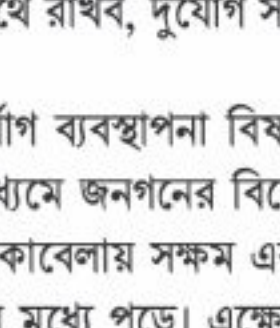
বাণী

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম প্রধান দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরণ ও মাত্রা পরিবর্তনের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মাত্রাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্পেরও আশংকা করছেন ভূমিকম্প বিশারদগণ। এ প্রেক্ষাপটে দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।



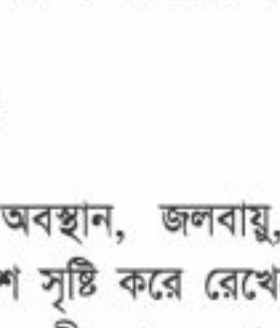
বাণী

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতার শিকার। আশা করি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, স্মীল সমাজের সমন্বয়ে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া দান কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করে দুর্যোগ সহনশীল সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকবে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘Living with Disability and Disasters’ বা “প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব” যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।



বাণী

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।



বাণী

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



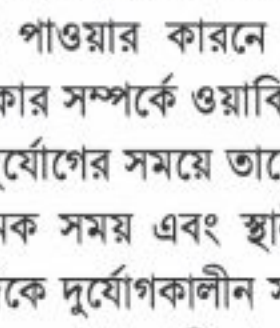
রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ঢাকা।

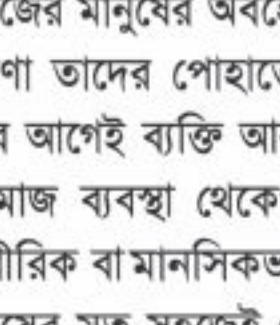
২৮ আশ্বিন ১৪২০

১৩ অক্টোবর ২০১৩



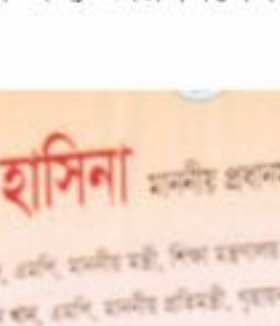
বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়



বাণী

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম প্রধান দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরণ ও মাত্রা পরিবর্তনের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মাত্রাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্পেরও আশংকা করছেন ভূমিকম্প বিশারদগণ। এ প্রেক্ষাপটে দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।



বাণী

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতার শিকার। আশা করি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, স্মীল সমাজের সমন্বয়ে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া দান কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করে দুর্যোগ সহনশীল সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকবে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘Living with Disability and Disasters’ বা “প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব” যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।



বাণী

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।



বাণী

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

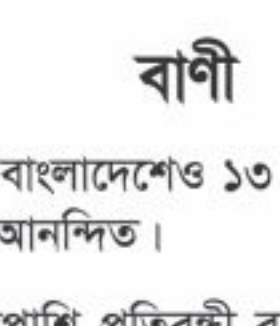
২৮ আশ্বিন ১৪২০

১৩ অক্টোবর ২০১৩



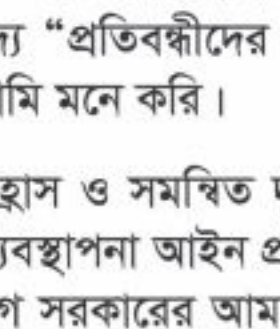
প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



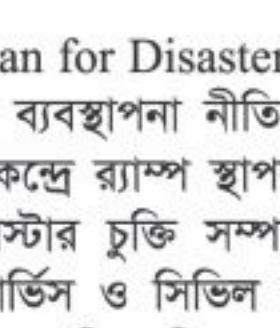
বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৩ অক্টোবর ২০১৩ ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।



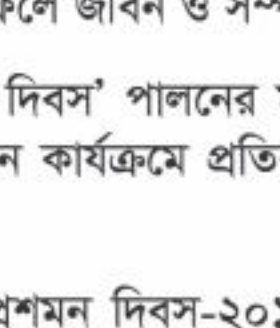
বাণী

দুর্যোগে নারী ও শিশুর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। এ প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য “প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব”- অত্যন্ত সমরোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।



বাণী

বর্তমান সরকার দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গত সাড়ে চার বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নসহ এখাতে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালে আমরা Standing Orders on Disaster প্রণয়ন করি। ২০১০ সালে এটি সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।



বাণী

এছাড়া আমরা National Plan for Disaster Management 2010-2015 এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছি। শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে র‍্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। আমরা সার্ক এগ্রিমেন্ট অন রেপিড রেসপন্স টু ন্যাচারাল ডিসাস্টার চুক্তি সম্পাদন করেছি। দ্রুত সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিলিল ডিফেন্স, ওয়াসা, টিএন্ডটি, তিতাস, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোতে কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের গৃহীত এসকল কার্যক্রমের ফলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।



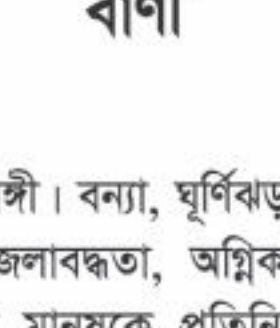
বাণী

‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে এবং চলমান কার্যক্রমে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ আরও নিশ্চিত হবে বলে আমি আশা করি।



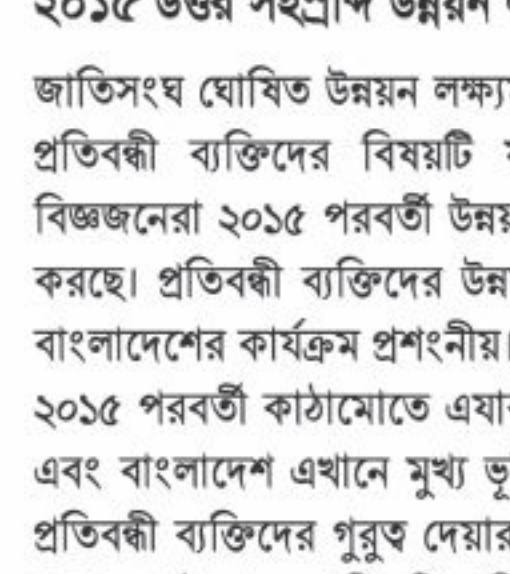
বাণী

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৩’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।



বাণী

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

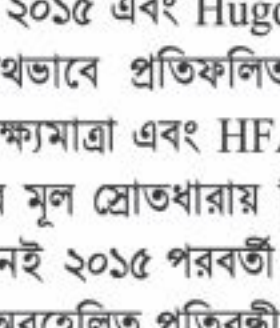


রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

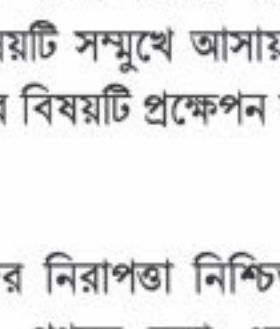
২৮ আশ্বিন ১৪২০

১৩ অক্টোবর ২০১৩



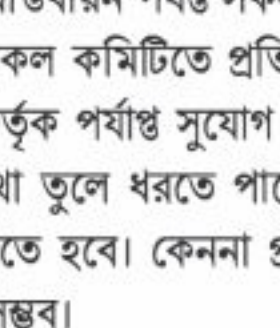
সচিব

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়



বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়



বাণী

প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের নিত্যসঙ্গী। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, কালবৈশাখী, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, পাহাড়ী ঢল, পাহাড়ধস, বজ্রপাত, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকাণ্ড, খরা, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা, শৈত্যভাবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ দেশের মানুষকে প্রতিদিনের মোকাবেলা করতে হয়। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনই এর ধরনও পাটে পাচ্ছে। সীসমিক জোনে অবস্থিত হওয়ায় এদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্পেরও আশংকা রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি জনগোষ্ঠীর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন আমাদের সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



বাণী

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ পালিত হচ্ছে। এ বছর United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) দিবসটি উপলক্ষে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে “Living with Disability and Disasters”। এর সাথে সংগতি রেখে বাংলায় প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে “প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব”। সমগ্র বিশ্বে প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বসবাস করছে। যে কোন দুর্যোগে নারী ও শিশুদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এ বছরের প্রতিপাদ্যের মূল উদ্দেশ্য হলো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচী এবং জরুরি সাড়াদানের কৌশল নির্ধারণ ও প্রস্তুতি গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২’ এবং ‘ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১’ এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বাণী

এ ছাড়াও দেশে সম্ভাব্য ভূমিকম্প সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টিতে প্রাধান্য দিয়ে এ বছর দেশব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্পে আত্মরক্ষামূলক মহড়া, শিশু চিত্রাংকন, পোষ্টার ও লিফলেট বিতরণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, রেডিও টেলিভিশনে আলোচনা, পত্র পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে। এদিন সকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে’ দিবসটির কর্মসূচী উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি দিবসটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করবে এবং তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

বাণী

সর্বশ্রেষ্ঠ সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩’ এর সকল কর্মসূচী সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বাণী

মেহবাহ উল আলম



রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ঢাকা।

২৮ আশ্বিন ১৪২০

১৩ অক্টোবর ২০১৩



বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়



বাণী

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম প্রধান দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরণ ও মাত্রা পরিবর্তনের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মাত্রাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্পেরও আশংকা করছেন ভূমিকম্প বিশারদগণ। এ প্রেক্ষাপটে দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।



বাণী

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতার শিকার। আশা করি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, স্মীল সমাজের সমন্বয়ে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া দান কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করে দুর্যোগ সহনশীল সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকবে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘Living with Disability and Disasters’ বা “প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব” যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।



বাণী

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

বাণী

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।